খট্ খট্ খট্ (২)

- অঙ্কিতা দেবনাথ

দরজায় কড়াঘাত পরতেই আচমকা খেয়াল হলো দামিনীর।

দরজা খুলেই দেখেন সতীশ বাবু।
"আরে সতীশ বাবু আইয়ে আইয়ে"
"কেইসি হো বৌদি, ভালো তো ?!"
"হাঁ হাঁ ভালোই"
"দু-দিন দেখতে পাইনি, কোথাও গেলেন নাকি, কহি গয়ে থে"
"হা বো বরবার ছুট্টি থি, ছুটি ছিল, তো দিঘা গেছিলাম"
"মিষ্টার জোশি....."
"বো তো অফিসে, বস্ এসেই চলে গেছেন। চায় নেবেন ??"
"আরে না না। এখন না। তবে দেখুন তো হঠাৎ কতবড় সর্বনাশই না হয়ে গেল"
"কয়া হুয়া, মানে কি হল ??"
(আশ্চয্যের সহিত) "জয়প্রদ বাবুর মেয়ে রবিবার রাতে ছাদ থেকে পরে মারা যায়, সবাই আত্মহত্যাই মরে করেছিল।
কিন্তু....."
"কিন্তু, কি ??" (ভয়ে আশ্চর্যে)
"ওর ডায়েরিতে পাওয়া যায় বিভৎস একটি গন্ধযুক্ত পত্র....এক চিঠি.....বহুত্ গন্দা গন্ধ মানে.....
(হাত নাচাতে নাচাতে মনে করতে চাইছিলেন, কিন্তু সঠিক হিন্দি আর মনে পরছিল না)....ইয়ে"
"বান্স আসছিল ??"
"হ্যাঁ হ্যাঁ"
"কয়া লিখা থা উসমে, কি ছিলো ??"
"লিখা ছিল....এইটা শুধু প্রারম্ভ আমার প্রতিশোধের।
আর লিখা ছিল, এই পাড়ার একটা শিশুকেও ছাড়বে না....
ঠাকুরের কাছে খুবই আক্ষেপ আর আবদার করতাম্, আজ সন্তানহীন হয়েই যেন চিন্তামুক্ত। কিন্তু ভগবান সবাইকে যে
কি বিপদেই না ফেললে"

ফোন বাজতেই দামিনী ইতস্তত হয়ে ফোনটা তোললে।
ওপার থেকে "খানা খা লিয়া না ?? দবাইয়া লি ??"
"হাঁ জী"
"কয়া হুয়া দামিনী, সব ঠিক্ তো হে না ??"
"হাঁ পর্ সতীশ বাবু বতা রহে থে আবৃতি কি..."
"হাঁ পতা চলা, পর তুম এসি হালত্ মে ইহ সব মত্ সোচো। ঘর আকর্ বাত করতে হে।

ঠিক্ হেঁ ??"
"জী, ঠিক হে....হা"

ফোন রাখতেই বাইরে থেকে বিকট্ একটি আওয়াজ আসলো, সাথে কান্না আর চিৎকার।

সতীশ তৎক্ষণাৎ দাড়িয়েই "এ তো বিহারী বাবুর আওয়াজ...."

দুজনেই দরজায় বাইরে আসতেই.....
"বৌদি এ তো বিহারী বাবুর ছেলে"

দূর থেকে কে যেন চিৎকার করছিল "ত্রিতলা থেকে কি করে পরলো ?!"

সবাই নিস্তবদ্ধ দাড়িয়ে পড়লে.....
আর দামিনী ডান হাতটি নিজের তল্ পেট্-টায় ধরে দাড়িয়ে রইল।

*****